

## CJMC Remembers



**Late Sandipta Chatterjee (2000-01, PG Diploma)**



**Late Debi Chowdhury (2001-02, PG Diploma & 2002-03 Bridge Course)**



**Late Dr. Anamika Ray (2001-02, PG Diploma & 2002-03 Bridge Course)**

Photo courtesy : Facebook, Twitter

## Centre for Journalism and Mass Communication Completes Fifteen Years

**Debasrita Chakraborty :** On the successful completion of fifteen years, Centre for Journalism and Mass Communication is organizing its first reunion - 'Retour' today, at the premises of New Bhasa-Vidya Bhavana building. The Centre dates back to 29 April, 2000. From Indira Gandhi Centre for National Integration to the New Bhasa-Vidya Bhavana, the journey has been long, progressive and adventurous. Contribution of several people from then till now is furnishing to the development of the Centre. On this occasion, many dignitaries of Visva-Bharati shared their experiences and views related to the Centre.

**Prof. Swapan K. Datta, Vice-Chancellor :** Heartiest congratulations to the staff, students and the other stakeholders of CJMC for successful completion of 15 years at Visva-Bharati. CJMC has shown self-reliance, hard work and developing confident characters. I appreciate this very much. I wish much more success of the Centre in future.

**Dr. (Col) M. M. Mitra, Registrar :** It has been a great experience associating with CJMC. I must thank Mausumi Bhattacharyya and others who have started this particular curriculum at Visva-Bharati. Now-a-days it is the 'Media' which can turn anything into any particular direction in a sense that

it plays an important role in shaping up the society. Because of media social ills of our society are being exposed. Good things that are happening in society are being highlighted by media too.

**Prof. V C Jha, Principal, V i d y a - B h a v a n a :** I am happy to learn that the CJMC is going to organize its first reunion. The past students will meet the present students and share their experiences. I extend my good wishes to the entire Centre and also to the organisers for the grand success of the event.

**Prof. Sabujkoli Sen, Director, SEI & RR :** From 2012-2013, I was the Professor in-charge of CJMC. Students of CJMC are very energetic, enthusiastic and participative. Today

### First CJMC Reunion



the way they are progressing, and cooperating with each other in uplifting the department, this should deliver a strong message to the other students of Visva-Bharati. I want CJMC to make its successful mark in the field of Journalism and Mass Communication education in India in near future.

**Prof. Tapati Mukhopadhyay, Adhyaksha, Rabindra-Bhavana & Director, Culture & Cultural**

**Relations :** It is indeed a matter of great pleasure that CJMC is going to organise its first reunion on the completion of a journey of fifteen years. From a humble beginning it has blossomed into a full-grown department with active participation of teachers and students. The students of this department are indeed our assets and I am sure that a bright future awaits them. I wish this event a grand success

**Prof. Goutam Ghosal, DEOMEL :** I remember the students and colleagues of CJMC with a profound happiness. I taught a little of Tagore and the History of Journalism in the Centre earlier. I specially remember teaching the subtleties of Tagore's music, when I taught there last time. All good wishes

to the students and teachers of a flourishing discipline of our university. I was also in charge of CJMC for almost eighteen months.

**Prof. Manas Ray, H.O.D, Department of Anthropology :** The department has been running to a certain direction through systematic teaching and research. I am very much hopeful about the success of the Centre. I have been in association with CJMC from its birth. Here I want to mention that Visva-Bharati Chronicle (VBC) must have the smell of more professionalism. Students of CJMC should feel proud because this central university has the touch of Tagore.

**Prof. Aruna Mukherjee, Director, IGC :** I have lot memories with CJMC since I joined IGC. I always felt to be a part of this department and I enjoyed a lot to be associated with it. Here the garden looks empty now like a garden without its flowers. Memories are very nice. Students of this department are very nice and helpful. I miss them a lot. Best of luck to CJMC.

**Dr. Nimai Chand Saha, Deputy Librarian, Central Library :** It is my pleasure to know that CJMC has completed its fifteen years of journey. I am associated with the research activities of the Centre. In spite of several issues like fund and others, the Centre

Cont. to page 2...

## ‘প্রসঙ্গ

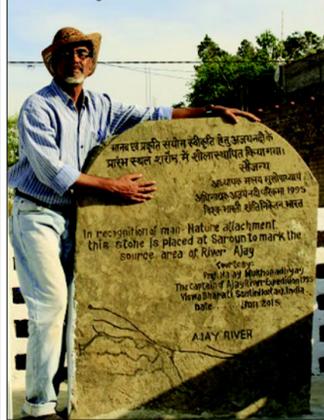
### রবীন্দ্রনাথ’

**অনিরুদ্ধ দত্ত, দীপাঞ্জন মণ্ডল :** গত ২৬ মার্চ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আলোচনা কক্ষে, আন্তর্জাতিক নারীদিবসের প্রেক্ষিতে মানুষী বিষয়ক অধ্যয়ন কেন্দ্রের আয়োজিত ‘রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা, মুক্ত চিন্তা ও নারী স্বাধীনতা’ আলোচনা চক্র অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা, উদ্ভাবনী শিক্ষা ও গ্রাম পুনর্গঠন অধিকর্তা অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপিকা তপতী মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপিকা সেন হেমন্তবালা দেবী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে দীর্ঘ পত্র বিনিময় এবং তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। হেমন্তবালা দেবীর আত্মজীবনী উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর পরিবর্তনশীল ভাবধারা ও মানসিক অবস্থান সম্পর্কেও আলোচনা আসে। অধ্যাপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নারীশক্তি ও নারীশিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের সমাজ সচেতনতা এবং অবদানের বিষয় উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার সাথে ব্যক্তি জীবনের কাজের মধ্যে যে আপাত বৈষম্য দেখা যায় তার উল্লেখ করেন। বলেন, রবীন্দ্রনাথ নিজের মেয়েদেরই অনেক কম বয়সেই বিবাহ দেন এবং পণদান ও করেন।

অধ্যাপিকা মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সমাজসচেতনতা ও কাজের এই বিপরীতমুখী দিকটি উল্লেখ করেন।

## VB Geography Professor Marks the Source of Ajay

Photo: Ajit Mondal



**Diganta Deka, Manish Paswan :** Teacher and students of Geography and Department have made the remarkable marking of the source of river Ajay.

Malay Mukhopadhyay and team has made it possible. A new trend of 'Geo Tourism' in India has been introduced through this, especially for those who love to travel and explore the more. Prof. Mukhopadhyay and his team from the Geography department established the 'Marker Stone' at the source point of Ajay river in 2015. The 'Marker Stone' was officially unveiled on 11



March, 2016 with the help of a local NGO of Deoghar and the villagers of Saraun, Jamui district, Bihar.

In the year 1995, with 24 students and research scholars Prof. Mukhopadhyay trekked from the source to the mouth of the Ajay River for 16 days but the group could not find the actual source then. So, Prof. Mukhopadhyay once again ventured to the village and successfully found the source point by encouragement of the villagers and installed the 'Marker Stone' this time. He also wrote a book on the survey collected from the trekking, titled "Ajay

work on rivers. He said, 'It was in the year 2012, I visited UK and trekked all along the River Thames from its source to mouth. When we reached the source of the Thames River it was quite surprising to notice a 'Marker Stone' with details of the Thames source point.

It inspired me in planning installing a 'Marker Stone' at the source point of river Ajay.' While relating 'Geo Tourism' with his effort in establishing 'Marker Stone' at the source point of Ajay, Prof. Mukhopadhyay mentioned that Geo Tourism is an emerging segment of Nature Tourism. It is a sustainable tourism with a primary focus on experiencing the earth's geological features in a way that fosters environmental and cultural understanding, appreciation and conservation, is locally beneficial too. His effort is also about creating many Geo-tourism projects in these areas that protect geo-heritage, help building communities and promoting geological heritage.

## সম্মানিত সিজিএমসি প্রাক্তনীরা

**অনিরুদ্ধ দত্ত :** বিশ্বভারতীর সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র মহেন্দ্র জেনা এবং ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মানিত করা হল 'খোয়াই' পত্রিকা ও বিশ্বভারতী পাঠভবনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'কবিতা আর কবিতা'-এর মঞ্চে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র বীরভূম জেলার অন্যতম সাংবাদিক হিসাবে গত পাঁচ বছর ধরে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মহেন্দ্র জেনাকে এবং সংবাদ প্রতিদিন-এর সফল সাংবাদিক হিসেবে ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে স্মারক এবং মানপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সদস্য ডাঃ সুশোভন ব্যানার্জী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চঞ্চল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মঞ্চে আরও সংবর্ধিত করা হয় সাংবাদিক স্নেহায় চক্রবর্তী (টেলিগ্রাফ), চিত্রসাংবাদিক বিশ্বজিৎ সাংবাদিক মনা বীরবংশী (কলকাতা কুফলগুলি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান



ছবি : দীপাঞ্জন মণ্ডল

ডঃ অমল কুমার পাল খোয়াই পত্রিকাকে তাঁদের প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। সাংবাদিকদের পাশাপাশি প্রবীণ আশ্রমিক এবং পাঠভবনের প্রাক্তন ছাত্র অরবিন্দ মুখার্জীকে 'প্রকৃত আশ্রম বন্ধু' উপাধিতে ভূষিত ও সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে অতনু শাসমলের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা ও অন্যান্য' নামক বইটি প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

## শিক্ষাসত্র পুনর্মিলন-২০১৬

**অনিরুদ্ধ দত্ত :** প্রাক্তন ও বর্তমানের সমবেত কণ্ঠের গান দিয়ে শুরু হল এবারের শিক্ষাসত্রের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় গত ২৫ মার্চ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা, উদ্ভাবনী শিক্ষা ও গ্রাম পুনর্গঠন অধিকর্তা অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন, শিক্ষাসত্রের প্রাক্তনী এবং সোশাল ওয়ার্ক বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক প্রশান্ত ঘোষ এবং শিক্ষাসত্রের পরিবেশনার পাশাপাশি প্রাক্তনীদিগের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ অনুষ্ঠানে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিক্ষাসত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক অম্বুজানন্দ রায়-এর ম্যাজিক শো।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় বর্তমান ও প্রাক্তনীদিগের প্রভাতফেরীর মধ্যে দিয়ে। এরপর দুই প্রজন্মের মধ্যে আয়োজিত ফুটবল ম্যাচ ছিল এক অতি মনোরম ঘটনা। মূল খেলা ড্র হওয়ার পর ট্রাইবেকারে বর্তমান হারিয়ে দেয় প্রাক্তনকে তিন-দুই বাবধানে।

খেলার শেষে শুরু হয় প্রাক্তনীদিগের স্মৃতিচারণ পর্ব। তাঁদের কথায় উঠে আসে অতীতের নানা



মুহূর্ত— কিছু আনন্দের, কিছু বা হয়তো বেদনার। এই স্মৃতিচারণের সূত্র ধরেই প্রাক্তন ও বর্তমান মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল বিদায়ী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পায় অস্তিমের এক দুস্তিনন্দন বাজি পোড়ানো উৎসবের মধ্যে দিয়ে।

শিক্ষাসত্রের প্রাক্তন ছাত্র সৌগত সামন্ত এই পুনর্মিলন উৎসব প্রসঙ্গে বলেন, "আমি ১৯৯০ সালে শিক্ষাসত্রের পাঠ সম্পন্ন করেছি। যদিও এখনো মনে মনে আমি শিক্ষাসত্রের একজন ছাত্রই রয়ে গেছি। শিক্ষাসত্রের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান রয়েছে। হয়তো সেই কারণেই নিজের মেয়েকেও শিক্ষাসত্রে ভর্তি করানোর জন্য দু'বার ভাবতে হয়নি।

এই ধরনের পুনর্মিলন উৎসব বারবার হওয়া উচিত। আমি চাই প্রতি চার বছর অন্তর যেন এই পুনর্মিলন আমরা আয়োজন করতে পারি। এবারে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমন অনেক মানুষের সাদ্দে দেখা এবং কথা হল যাদের আমি প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর পর দেখলাম। নিজেকে খুব পুনরুজ্জীবিত মনে হচ্ছে যা আমায় আগামী কয়েক বছর কাজ করার শক্তি দেবে।"

With best compliments from:

**BABLU STUDIO**

A Shop For Complete Photography

Specialist in Outdoor Photography, Weddings, Engagements, Birthdays, Annaprasan, Conferences, any Social Programmes & Documentary making

We also provide Canvera Album, H.D. Movie and Customized Gift Items.

7th Palli (Near Bolpur Post Office), Bolpur, Birbhum, Pin-731204

With Best Compliments From:

**M.S. Synag**

Manufacturer of all kind of Bag, Flex, Vinyl, Signboard,

Electrical & Electronic material & General order suppliers

SCHOOL BAGAN, BOLPUR, BIRBHUM

Mob: +919434132565

e-mail: prasanta.synag@gmail.com

## EDITORIAL

## Power and Powerful

Power and the powerful are the two most important words consciously or subconsciously existing in every mind and is driving the entire system. Media is both, as well as the fourth estate. It is clearly known that media has become an integral part of the human race and today major interactions take place in the world of codes and digits, known as the social media, which is obliterating the concept of boundary in connection to communication or exposure. On any given day, the Indian youth's outrage is in full swing on social media. Democracy is a 'whirring' word existing in our digital society where, one cannot avoid social media. This is specially used by the youth to put out views and ideas. It is also impossible to avoid the increasing youth's participation in terms of attending and organizing, rallies and campaigns on various social issues is on a constant rise. The very recent Jawaharlal Nehru University incident and the ongoing student protest of Hyderabad University got a large space in social media especially by the youth. With large section of its population between the age of 21-35, India is one of the world's youngest nations. It is assumed that by 2020, the average age of an Indian will be 29 years. Standing in such a scenario it is doubtlessly haunting to see these people voting for a set, above their age and barely any representative from the young age group. In the last General Elections-2014, youthful voters showed up to flip-flop the entire political heedlessness from the last few years and reacted on a wide range of issues. Simultaneously, around 60 lakh voters opted for the 'None of The Above' (NOTA) option and a large section of the young generation think it is one of the ways to express their agitation against the system.

In early 2000, internet was a scary and expensive space, but in the last two decades, the wide gap between the internet and the reality has shrunk. Be it sarcastic or complimentary, updates from political heads, media heads, celebrities, business tycoons are followed and replied by millions. Instant responses give a direction to reactions. In the General Election 2014, Narendra Modi, Prime minister of India, became the second most-liked politician on social media, after Barack Obama, popularly known as the "First Social Media President of USA". Modi ji's updates proclaiming the victory of the Bharatiya Janta Party substantiates to the fact that citizens are willingly connecting with political leaders beyond reality. It was remarkable the way 'Ab ki bar Modi Sarkar' phrase rapidly flooded all over social media along with personal statuses. This was the first 'Social Media Election' for 1.2 billion (approx.) Indians with the advent of Social Media giants in India, namely Facebook and Twitter, whose users run into millions from rural to urban areas. The percentage of young voters have increased from 0.7% - 2.4% of the total voters in 2014 Delhi Election, according to the officials of the Delhi Election Commission. This substantial increase is expected to contribute to some difference in the electoral process.

2016 - amidst all chaos of mass protests, blasts, suicides, returning of awards, matches, scams - nothing seems to distract the 'elections'. Yet, another election year; another set of first time voters; another phase to frame a government in the state; new propaganda policies; another phase of blame game of the unfinished works. A report published by the Time of India on Oct 7, 2013 states - nearly 71% of urban youngsters showed interest in politics recently as compared to 45% in the previous years, according to surveys and data collated by the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS). Thus, nothing can be more satisfying and pleasant than a nation being led by the youth along with the experienced heads, on the path of progress.

-Debasrita Chakraborty

...from page 1

## CJMC Fifteen

is progressing ahead with its positive attitude and evergreen spirit. Within fifteen years the Centre has already proved its existence in its field.

**Dr. Deepita Chakravarty, Chairperson, CWS :** We have been working closely with CJMC over the last few years. We conducted quite a few programmes together and it was always a great success. Present CJMC In-charge is not only our Adjunct Faculty and member of the Advisory Committee but also a source of great support. I am sincerely thankful to many of CJMC students for taking active part in all our academic discussions. My colleague Dr. Tanusree Paul is closely associated with CJMC. I know CJMC is doing a wonderful job and I wish them all success.

**Prof. Sudipta Bhattacharyya, H.O.D, Department of Economics and Politics :** We have collaborated with CJMC in organizing two special lectures by Magsaysay Award winning journalist P. Sainath and our experience with CJMC is to be cherished. Both the departments came to know each other in this process. We are also planning to introduce a course like financial journalism for the students in near future.

**Prof. Prasanta Ghosh, H.O.D, Department of Social Work :** A year back we introduced a new course of Mass Communication in our syllabus. We invited professors and scholars from CJMC to take the classes and we are happy with their cooperation. We collaborated with CJMC on a programme on local labour issues along with FES earlier. I personally think that we should continue such programmes to begin new inventions and initiations in the face of social changes and rural development.

**Dheeman Bhattacharyya, Assist. Prof., Comparative Literature :** I really appreciate the love and labor of the CJMC students towards their department. The way they have shaped their department, from designing to the setting up of the media lab with limited facilities, making it sound proof, it is definitely one of the innovative projects of the university. Sharing my ideas while teaching certain courses has also enriched me.

## পুস্তক পরিচয় / Book Review

## Media Ethics : Reality or Myth? A Collection of Essays

Edited by Dr. Mausumi Bhattacharyya  
Published by Visva-Bharati Granthana Vibhaga  
ISBN : 978-81-7522-602-9

The definition of media has radically changed in the 21<sup>st</sup> century with the advent of information and communication technology. Keeping in mind the profit making motive, have the ethical part been compromised in the field of media both as a discipline as well as a profession? Have the media deprioritized its role as an informer to the public? What is its actual implication for us, individuals in society? What are their social repercussions? The book 'Media Ethics: Reality or Myth? A Collection of Essays', edited by Dr. Mausumi Bhattacharyya, published by Visva-Bharati Granthana Vibhaga on March, 2015 is a precise collection of essays that reveals every trend in media which is necessary for building a democratic and pluralistic nation.

The book concerns the modern day patterning of media and communication ethics and the consequences of it on the lives of

those who are experiencing it, either directly or indirectly. The text provides threadbare discussions on every ethical aspect of media through the intersection of its various branches. From public relations to advertisement, from journalism to the emergent new media, it explores the diverse range of media and communication. The interpretive essays also correspond to the miscellaneous notion of media ethics under the banner of communication and media studies as a discipline.

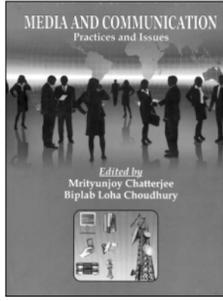
This critical and vibrant text offers a contextual perspective and is an ideal companion for the modern day academicians, students and media professionals. Apart from providing an insightful contribution in the field of communication and provoking significant academic thought, the book is instrumental in giving rise to healthy and informed debates.

-Arpita Saha, PhD Scholar, CJMC

## মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন : প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইস্যুস

সম্পাদিত- অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক বিপ্লব লোহ চৌধুরী  
প্রকাশ- এস বি এন্টারপ্রাইজ, কোলকাতা

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিষয়টি বর্তমানে বৃত্তিমুখী বা বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান বিশ্বায়নের সময় পর্যন্ত এতদিন শুধুমাত্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে এই বিষয়টি পাঠ্য হিসাবে পড়ানো হত। জ্ঞাপন ও মাধ্যমের ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে এই বিষয়টি বিদ্যালয় স্তরেও পঠন পাঠনের প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই বিষয়ের নানা বৈ বাজারে থাকলেও জ্ঞাপন ও মাধ্যম সম্পর্কিত নানা অনুবিষয় কে একত্র করে গবেষণামূলক ভাল বইয়ের অভাব ছিল দীর্ঘ দিনের। অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক বিপ্লব লোহ চৌধুরী সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করেছেন তাঁদের সম্পাদিত বই মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন : প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইস্যুস-এর মাধ্যমে। স্বনামধন্য সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও মিডিয়া



প্রফেশনালরা এই বইয়ে আলোচনা করেছেন জ্ঞাপন ও মাধ্যমের বিভিন্ন দিক ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে। বইটির ভূমিকাতেই সম্পাদকদ্বয় স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে বইটি তাঁদের জন্য যারা মিডিয়া ও কমিউনিকেশনের নানা অনুবিষয়কে একত্রে পেতে চান। যারা জার্নালিজম বিষয়ে ইউ জি সি নেট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের এই বইটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সম্পাদকদ্বয়।

এই বইটির প্রথম অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে প্রভু চাওলা, এম. জে. আকবর, রাজদীপ সরদেই, সুবীর ভৌমিক সহ সারা দেশের নানা দিকপাল সাংবাদিক ও জ্ঞাপনবিদদের বক্তব্য, যা বিভিন্ন মিডিয়া সংক্রান্ত সেমিনার থেকে সংকলিত।

বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হয়েছে মিডিয়া ও কমিউনিকেশন সংক্রান্ত নানা অনুবিষয়। প্রথম অধ্যায় সহ বারোটি অধ্যায়ে সমগ্র বইটি বিভাজিত।

মোবাইল ফোন সারা বিশ্বে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। নবমাধ্যম পাল্টে দিচ্ছে মাধ্যমের পরিভাষা। কনভারজেন্স-এর ফলে মিডিয়া হয়ে উঠেছে আরো শক্তিশালী ও পরিণত। মিডিয়ায় এই বদল তথ্যনিষ্ঠ ভাবে এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।

সম্পাদকদ্বয় তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও বিদগ্ধতাকে পুঁজি করে যথেষ্ট মুগ্ধিয়ার সাথে এই বইটি সম্পাদনা করেছেন। প্রচ্ছদটি রুচিশীল ও মনোগ্রাহী। তবে ব্যবহৃত ছবিগুলি যদি রঙীন হতো তবে বইটি আরো আকর্ষণীয় হত। এককথায় বলতে গেলে মিডিয়া ও কমিউনিকেশন সংক্রান্ত নানা বিষয়কে একত্রে দুই মলাটের মধ্যে নিয়ে আসার কৃতিত্ব সম্পাদকদ্বয়কে দিতেই হবে। বইটি সাংবাদিকতা ও জ্ঞাপনবিদ্যার পাঠ্যসূচীতে একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

-অরিত চক্রবর্তী, গবেষক, সিজিএমসি

## Glimpses of the 1st Visva-Bharati Chronicle

Published on 23 December, 2000

## উপাচার্যের ডেস্ক থেকে

শ্রী দিলীপ কুমার সিংহ

কয়েকমাস হ'ল জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন কেন্দ্রটি বিশ্বভারতীতে খোলা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে যে-কোনো নতুন বিষয়ের মত জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন বিষয় হিসেবে রবীন্দ্রানুগ হতে পারে। রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্রদুর্ভিক্ষ ও রবীন্দ্রদুরদৃষ্টি এতখানি ব্যাপক যে, সময়ে ভাবনাচিন্তার সাপেক্ষে তার অনুরূপ প্রকাশ করা সম্ভব। প্রথাগতভাবে আলোচ্য বিষয়টি তাই পুরোনো জমানার আঙ্গিকে খাপ না খেলেও বর্তমান সময়ে বিষয়টিকে রবীন্দ্র-আধার দেখা ও জানানো সম্ভব। বিষয়টির

বিবর্তনশীলতা আছেই, বিশেষ করে পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। সাংবাদিকতা নতুন আকার ক্রমশই ধারণ করে যাচ্ছে। মাস কমিউনিকেশন তো বটেই, হয়তো দ্বিতীয়টি প্রথমটির থেকে দ্রুততর ও উৎকর্ষ সম্পন্ন হবে। সামগ্রিক দিক থেকে ও বিশ্বভারতীর কৃষ্টি নজরে রেখে অন্যান্য জায়গায় এ বিষয়ের পাঠক্রমের থেকে আমাদের এখানে যা চাল হয়েছে এবং যে রূপ পরবর্তীকালের গ্রহণ করে যাবে তা হবে স্বতন্ত্র ও এককভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

## 'পাগলামি', তাও সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ

নন্দিতা চ্যাটার্জি, পরাগজ্যোতি ঘোষ

১২৮৪। 'জ্যোতিদাদা-র শখ হল কাগজ বের করার। সেই বছরেরই শ্রাবণ মাসে 'জ্যোতিদাদা-র শখ 'ভারতী' নাম নিয়ে বাস্তবায়িত হল। সম্পাদনার ভার ছিল বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। কিন্তু প্রথম বছরের প্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অসীম অবদান জ্যোতির্বিদ্যা-র স্বীকার না করে পারেন নি। মাত্র ষোল বছর বয়সে মধুসূদনকে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' যে সমালোচনা তিনি করেন, তখনকার বিদগ্ধ সমাজে তা আলোচিত হয়েছিল। 'ভারতী'ই ছিল রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

টাইম মেশিনে প্রায় দেড় শতক পার করে আসা যাক। ১৪০৭। পাঠকের অস্থান চাহিদা। রাজনৈতিক চাপ। অর্থনৈতিক চাপ। এই ত্রৈশ্বিক মাধ্যম নিয়ে পরের দিনের 'এডিশন'-এর জন্য রাত জাগা পরিশ্রমের সম্পাদনা। ফল হয়, সকালের দুমায়িত চায়ের কাপের পাশে উপভোগ্য আমেজ। অথবা স্নাতসেঁতে গোড়াউনের অন্ধকারে ওজন দরে বিক্রি হওয়ার জন্যে পড়ে থাকা জঞ্জাল। কাগজে কলম চালানোর আনন্দ থাকিয়ে থাকে পরের দিন কাগজের চাহিদার দিকে। চায়ের কাপের পাশে থেকে দিনের শেষে ভালো লেখাগুলো প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে বিস্মৃতিতে আশ্রয় খোঁজে। আজকের জনজীবনের এই মরিয়া অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দেড়শ বছর আগে দুঃস্বপ্নেও কোনো সম্পাদকের ভাবনায় সম্ভবত আসে নি। সেই সময়কার সহজ, সরল, জটিলতাহীন জীবনদর্শন সমৃদ্ধ করেছিল সাহিত্য থেকে শিল্প— সব-কিছুকেই। সেই সময়টা সমৃদ্ধ হয়েছিল যুগপূর্বক রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলায় মতো 'সংবাদপত্র জগৎ'ও ধন্য হয়েছিল তাঁর লেখনীর স্পর্শে। আবার টাইম মেশিনে পিছিয়ে যাওয়া যাক দেড়শ বছর আগে, ১২৯৩ সালে।

ভারতী তখন ন' বছরের কৈশোরে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি থেকে আর একটি পত্রিকা সূর্যের আলো দেখল— 'বালক'। রবীন্দ্রনাথের মেজ বউ-ঠাকুরপা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন সম্পাদিকা। কার্যাধিকারের ভূমিকায় রইলেন রবীন্দ্রনাথ। একেপেরেও সম্পাদনার কাজের প্রকৃত ভার রইল রবীন্দ্রনাথেরই ওপর। জ্ঞানদানন্দিনী চেয়েছিলেন এমন একটি পত্রিকা বের হোক যা কাচি-কাঁচাদের পাঠ্য হবে। এবং বলেছেন, সুধীর-প্রমুখ ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা, নিজেদের লেখা এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করবে। কিন্তু শুধুমাত্র ছোটদের লেখায় যে 'বালক' পত্রিকা চলবে না, তা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নিজেও বিভিন্ন রচনার ভার গ্রহণ করলেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন জন্ম নিচ্ছিল এক দক্ষ সম্পাদক। 'বালক' পত্রিকায় তাঁর সম্পাদনা ও রচনার বহু মূল্যবান নিদর্শন আজও স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। এক বছরের মধ্যেই 'বালক' 'ভারতী'র সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

এ সময় ঠাকুরবাড়ি থেকে একটি সাহিত্যপত্র বার করা হয়— 'সাদনা'। রবীন্দ্রনাথ যখন পত্রিকাটির সম্পাদনায় এলেন 'সাদনা' তার তিনটি বছর অতিক্রম করেছে। 'সাদনা'য় নিয়মিত তাঁর গল্প, প্রভুভূতি প্রকাশ হতে থাকে। পত্রিকার চাহিদা মেটাতে মোটাতে তাঁর স্বাধীন কবিমন ক্লাস্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ইন্দ্রদেবীকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়— "বছরের মধ্যে ছ' মাস আমি এবং ছ' মাস আর কেউ যদি সাদনার

বিবর্তনশীলতা আছেই, বিশেষ করে পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। সাংবাদিকতা নতুন আকার ক্রমশই ধারণ করে যাচ্ছে। মাস কমিউনিকেশন তো বটেই, হয়তো দ্বিতীয়টি প্রথমটির থেকে দ্রুততর ও উৎকর্ষ সম্পন্ন হবে। সামগ্রিক দিক থেকে ও বিশ্বভারতীর কৃষ্টি নজরে রেখে অন্যান্য জায়গায় এ বিষয়ের পাঠক্রমের থেকে আমাদের এখানে যা চাল হয়েছে এবং যে রূপ পরবর্তীকালের গ্রহণ করে যাবে তা হবে স্বতন্ত্র ও এককভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

১৩০৮ সালে আবার ডাক আসে সম্পাদনার।

'পাগলামি'র অমোঘ আকর্ষণটা এড়াতে পারলেন না এবারও। এবার 'বদর্শন' পত্রিকার ভার নিজের মাথায় নিয়ে মুমূর্ষু পত্রিকাটিকে পুনর্জীবন দান করলেন কবি। শ্রীশ্রীশ্রী 'বদর্শন'-এর নিবেদনে লেখেন, "বদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িকপত্র যে আমার হস্তে হোল পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। সুহৃৎম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বদর্শনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিতে শ্রীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিত হইয়াছি।" 'বদর্শন'-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্পর্শ পেলে 'তত্ত্ববোধিনী'ও। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে ভারত-ইতিহাসের ধারার সুস্বন্দ্ব বিচার-বিশ্লেষণে ধরা পড়ে তাঁর সু-সম্পাদকীয়তা।

'বদর্শন'-এর পাশাপাশি তিনি ভার নিলেন একটি মাসিক পত্রিকা 'ভাণ্ডার'-এর। নিপুণ হাতে চলতে থাকল দুটি পত্রিকার কাজ। 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকাও তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত লেখা পেতে লাগল। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যাতে আশ্রমের ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে নানা রচনা প্রকাশ হত (১৩২৬)। 'ভারতী'র অপ্রাপ্যবয়স্ক সম্পাদক তখন দক্ষতা এবং নিপুণতাপ উচ্চ শিখারে।

'পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা এক জিনিস নয়, উপন্যাস লিখে, প্রবন্ধ লিখে সম্পাদকের কর্তব্য হয় বটে; কিন্তু... পত্রিকাকে স্বাধীন করা কঠিন'। অথচ সারাজীবন ধরে নিজের সৃষ্টির পাশাপাশি পর-পত্রিকার জন্যে রচনা, সম্পাদনা এবং পরিচালনা একা হাতে অসাধারণ দক্ষতায় সমানভাবে করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমন কি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে কতটা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে 'কঠোর' প্রবন্ধে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। 'বদে মাতরম' পত্রিকায় স্বদেশীমূলক একটি অগ্রিগত প্রবন্ধ লেখার অপরাধে শ্রীঅরবিন্দ ও সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পালের কারাদণ্ড হয়। কবি বিচলিত হয়ে লিখলেন,

'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'  
তাঁর কাছ থেকে একজন সাংবাদিকের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ এসেছিল এভাবেই। 'ভারতী' থেকে 'শান্তিনিকেতন'-এর পথে তাঁর প্রতি পদক্ষেপে একটু একটু করে যিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মত 'ভারসেটাইল জিনিয়াস'-এর পক্ষে হয়তো কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আটকে থাকা বেশিদিন সম্ভব ছিল না, তবু তাঁর লেখনীর স্পর্শ সেকালের বাংলা সম্পাদনা তথা সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

সূত্র : গণবার্তা, রবীন্দ্রশতবর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৮  
সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ—দক্ষিণাঙ্গন বসু ও জীবনস্মৃতি

## THE JOURNEY BEGINS

At last the 'baby' is born. The seedling was implanted by the founders of this course, who thought that without publication of a news-magazine the entire venture will be left incomplete. Process of

gives you pictures of innocent madness in more than one page. This is madness of work. Madness of youth. Madness of discovering the pleasure of creativity. And madness of discovering the world

watering, nurturing and ensuring proper grooming up of the seedling

have been taken up relentlessly by all students' of our department. Not to forget, the sunlight, protection and proper guidance provided by different members of the Visva-Bharati authorities under the leadership of the Vice-Chancellor Dr. Dilip Kumar Sinha. A special word of thanks from the entire department to all

of journalism in its true sense. The world today is going through a maddening transition phase. This may be in the field of politics, sports, films and socio-cultural lives. Our endeavour has been to catch a glimpse of all the latest happenings of the different fields in our write-ups.

In this world of transition there are certain objects, practices, systems, values and beliefs which have remained constant from the golden old days.

The live example is, our own Visva-Bharati. The institution chose for its motto the Vedic text 'sanity'. The first edition

Though we have been able to gather news about happenings in departments other than us but we really feel this is not enough. News and happenings alone with the views from other departments will be sincerely solicited in our future publications.

Last but not the least, this is a new venture of a bunch of newcomers. There may be signs of noviceness somewhere. We heartily seek your positive suggestions to overcome them in our future ventures. Please do feel free to write to us.

Let us sum up with the age-old saying, 'Where there is a will, there is a way'. Yes, we have the will and the journey is on.

'Yatra visvam

## দৃঢ়তর হোক পদক্ষেপ

শ্রী সুধীর মুখার্জি

এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি

সেন্টার ফর জার্নালিজম এ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন  
বিশ্বভারতী

প্রফেশনাল কোর্স নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছিলই। একসঙ্গে দুটো-তিনটে কোর্স নিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ভাবছিলেন। 'সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন'-এর প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি করে অনুভূত হচ্ছিল। আমরা চেয়েছিলাম বিশ্বভারতীর বিবিধ কর্মসূত্রের সঙ্গে এখনকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত সাংবাদিকতাকেও যুক্ত করত। এই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিলেন উপাচার্য শ্রী দিলীপ কুমার সিংহ।

বাস্তবিক, ওঁর নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে এই বিভাগটির গঠন। যে-কোনো নতুন প্রকল্প যখন শুরু হয়ে কাজ চলতে শুরু করে তখন উদ্যোগীদের একটা আশঙ্কা থাকেই যায় এর সাফল্য সম্পর্কে। ভাবতে খুব ভালো লাগছে সাফল্যের প্রথম সোপানে পা রেখেছে এই বিভাগ নিয়ে প্রথম নিউজ ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করে। আক্ষরিক অর্থে বছর বোয়ার আগেই সাংবাদিকতা বিভাগ দৃঢ় পদক্ষেপে ফলেতে শুরু করেছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হোক এই পদক্ষেপ, এটাই চাই। উপাচার্য থেকে শুরু করে বিভাগের প্রতিটি কর্মী, ছাত্র-ছাত্রীরা যে আশ্রিক টানে 'বিশ্বভারতী ক্রনিক্যাল'কে রূপ দান করেছেন, প্রকাশক হিসেবে সকলের প্রতি রইলো আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদ।

## GOOD LUCK BUDDING JOURNALISTS

Sri. Dilip Mukhopadhyay

Course Co-Ordinator  
Centre for Journalism & Mass Communication  
Visva-Bharati

Studies on Journalism and Mass Communication is the latest addition in the Visva-Bharati academic system. The pioneer batch of students of the course is now preparing to launch a departmental newsmagazine.

It gives me immense pleasure to get myself associated, though marginally, with the efforts of organising the academic activities and preparing the paper for the Centre of Journalism and Mass Communication.

Print media is facing a tremendous pressure from electronic media. People in general feel interested in viewing the television for news, than getting the same through newspapers. Even with this changing pattern as a backdrop our students of Journalism have put their effort, and of course the best effort, to prepare the paper and they are determined to publish that on time.

No word of praise is good enough to appreciate their tireless work as budding journalist. I feel and hope that their effort will create the most desired impact in the campus.

# Journey So Far...



**Mausumi Bhattacharyya**  
In-Charge, CJMC

Secretary of the Centre Late Sudhir Kumar Mukherjee, who was also the Deputy Registrar Academic and Research. Immediately after joining I met Prof. Debasish Charkaborty, who came from Aligarh University, as a visiting fellow and 23 students of the first PG diploma batch of CJMC. The journey was remarkable because they all were very new to the system, so was I.

My memorable events at CJMC started with the very first moment I interacted with them. Initially I was very sceptical as I never stayed away from home and somehow in couple of months this place became as my second home. I started spending most of my time here with the students. Meanwhile I was felt the lacking of some practical activities in the course. Hence, the idea of publishing Visva-Bharati Chronicle (VBC) came to my mind and Prof. Chakraborty was also planning to bring out a publication by then. Here I should mention few names- Roshni Das-Mukherjee, Late Sandipta Chatterjee, Soumi Bhattacharaya, Mahendra Jena, Moumita Basu, Sriya Banerjee etc. The students started collecting information from different places, editing the same.

I am discussing it elaborately as this is my most memorable moment at CJMC, giving birth to 'Visva-Bharati Chronicle'. Features

were the main content and few news under 'Reporting from Campus' section were published. It took many days to make people understand about the tabloid. But thanks to Mr. Abhijit Sengupta, Manager, Santiniketan Press and of course to Sujay Lahiri who made the first layout of VBC. He has been a very important part of VBC, who gave the shape of the tabloid. On December 23, 2000 the first 8-page VBC saw the daylight. Earlier, people were not that aware of the existence of a Centre called CJMC. However, we made our presence felt in the university after we came up with our signature publication-Visva-Bharati Chronicle.

In West Bengal, we are the only PG department where, practical activities like regular publishing of a tabloid, making films, documentaries, rural development projects, advertisement and PR projects are being conducted simultaneously.

Introduction of M.A. Degree course was the second most important event during my journey with CJMC. Initially it was a 14-month PG Diploma course. After two batches we understood that for initiating research we need to have a full-fledged PG degree course first. Designing a syllabus of PG degree was quite a tough task for me as I was quite young and inexperienced at that point of time. Our visiting faculties like Snehasis Sur, Sunit Chakraborty, Biswajit Matilal, Samir Goswami, Dr. Buroshiva Dasgupta helped us a lot. In fact we took help from other universities too. The two-year PG degree course came into being from the year 2003. Here I want to add that we specially designed a Bridge Course of ten months for those, who studied the 14-months PG Diploma course in 2000-2001 and 2001-2002 sessions. This Bridge Course (2002-2003) helped them in getting

a full-fledged degree equivalent to M.A. degree. I should thank Prof. Sujit Kumar Basu who was the then VC for this because he accepted our proposal and it was a cake walk for us.

Thirdly, I joined us permanently from November 4, 2004. Then Prof. Biplab Loh Chowdhury joined here from May 2, 2005 as a Reader and after his joining our Centre organised the first national seminar of CJMC around March, 2006.

In 2008, a major event happened in CJMC which was the collaboration with Friedrich Ebert Stiftung (FES), Germany. On 13 September, 2008 we started our first program with FES on Community Radio. That was a very big step which changed the entire dimension of CJMC and took us to a new high. FES gave us the opportunity to organise four programmes in a year for consecutive five years on issues like Social Communication.

The next collaboration was with International Association of Women Radio and Television (IAWRT) in 2011. We started working on gender issues along with IAWRT. In 2014, we organized our first international conference on 'Crony Journalism' in collaboration with the ICSSR. We also collaborated with the Ministry of External Affairs in organizing seminars and Distinguished Lecture Series in 2015.

Meanwhile, PhD programme was also introduced in 2010. CJMC took another leap when People's Archive of Rural India (PARI) collaborated with us in 2014.

Each year we are growing in terms of student's productivity and active involvement of our students with the locality, society and beyond.

With each passing year, there is always moving forward, thinking beyond the box.



**Prof. (Dr.) Biplab Loh Chowdhury**  
Professor, CJMC

To start with I will mention that CJMC is still a Centre. It must be a department for better research works to create

better operation platforms. When I joined CJMC in 2005 just a year back the M.A. course was introduced. Previously there was a bridge course. After a few years the PhD programme was also initiated. At that time I was the only Doctorate in the department and soon after Mausumi also received her Doctorate degree. With each passing day we are in an improving track.

During the Indian History Congress in 2006 we published one broadsheet and four tabloids for five consecutive days. Being the Teacher-in-charge I organised the first National Seminar where the students of CJMC produced a live television production. As media communication is an evolving area, we are updating our course regularly. Students of every batch were precious. However, I remember the first Media Organisation Management batch especially.

Since I joined CJMC in February 2013, the department has undergone rapid changes. Last year, we shifted from the Indira Gandhi Centre to a new space in the New Bhasa-Vidya Bhavan building. Here students from the outgoing PG batch toiled very hard to build the department's very own media lab for their practical training purposes. They also helped in building the departmental library, canteen etc. With each passing day, we are growing and making our presence felt. I hope that our alumni will help us in this process by sharing with our students their experience, their time or in any way they think they can be of help.

During my time as a teacher, I have visited other media departments in different parts of the country. The difference between CJMC and other media departments is the involvement of the students and the teachers beyond class room learning and that is something very unique. We, at CJMC are like a family. We try to be there for each other even outside the classroom and that I think that is what makes CJMC special.

During my time here, I have gone through many memorable moments collectively and personally. By hosting the International Conference on Crony

Journalism (in collaboration with ICSSR) in January 2014, where stalwarts from the Indian media industry as well as international academia visited Santiniketan, our department was able to build better industry and peer linkage. Personally for me, performing a musical medley on the occasion of Teacher's Day 2015, in front of renowned journalist P.Sainath and receiving his compliment and praise will remain as a cherished memory. I have studied at the Symbiosis Institute of Media and Communication (Pune), where the alumni is not only illustrious but they always keep in touch with their Alma mater and try to contribute as much as possible by helping in the placement activities and other developmental activities of the Institute. My suggestion for further development of CJMC would be towards the alumni, their pro active participation would help CJMC grow from strength to strength.



**Sanhita Chatterjee**  
Asst. Professor, CJMC



**চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী**  
ফিল্ড অফিসার, সিজেএমসি

দীর্ঘদিন ধরেই একটা reunion আয়োজন করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম আমরা। বিভিন্ন কারণে হয়ে উঠছিল না। তাই এর উদ্যোগীরা কিছু CJMC-র ইতিহাসে এক বিশেষ জায়গা করে নিল। আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা তাদের জন্য।

CJMC-র সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরু হয়েছিল ২০০০ সালে এই বিভাগের জন্মলাভ থেকেই। তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক দিলীপ কুমার সিংহ-এর সঙ্গে একজন সাংবাদিক হিসাবে একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে সাংবাদিকতার মত কিছু professional course বিশ্বভারতীতে শুরু করলে ভালো হয়। তার পরেপরেই দিলীপ সিংহ মহাশয় দিকপাল সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার অধ্যাপকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটিতে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তপতী বসু এবং তার পাশাপাশি দেবাশীষ চক্রবর্তী, মলয় মিত্র, সুনীত চক্রবর্তী প্রমুখ প্রথিতযশা বাঙালীরা।

এরাই ঠিক করলেন বিশ্বভারতীতে সাংবাদিকতা বিভাগের ভবিষ্যৎ রূপরেখা ও পাঠক্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উপাচার্যের তৈরী করা কমিটিতে থাকার। সেই সময় Academic & Research-এর Deputy Registrar সুনীল মুখোপাধ্যায়ের উপর এই বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়া জন্য উপাচার্য আস্থা রেখেছিলেন। সুনীলদা দীর্ঘদিন আমাদের এই সাংবাদিকতা বিভাগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

২০০০ সালেই বিভাগ বাস্তবে রূপ পেয়েছিল। ওই বছরেই এই বিভাগের প্রথম সবসময়ের শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন আজকের ডঃ মৌসুমী ভট্টাচার্য। সেই সময় কোর্সের দায়িত্বে ছিলেন ডঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী।

দিলীপদা self-financing হিসাবে এই course টা খুলে গিয়েছিলেন। ওনার পরে উপাচার্য হয়ে এলেন অধ্যাপক সঞ্জিত বসু। এই প্রসঙ্গে একটা কথা খুব বলতে ইচ্ছে করছে, যদিও জানি না বলা ঠিক হবে কিনা, তবে সঞ্জিত বসু এবং তাঁর পরে আগত বিশ্বভারতীর প্রায় সব উপাচার্যেরই প্রথমে এসে বাঁকা সেবেই দেখেছেন আমাদের বিভাগকে। যদিও মজার কথা এই যে একবছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমাদের বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা। যে সঞ্জিত বসু এসে এসেই দিলীপ সিংহের দেওয়া post আমাদের বিভাগ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই তিনিই

UGC-র পঞ্চাবিধী পরিকল্পনায় সাংবাদিকতা বিভাগের একটি Lecturer ও একটি Reader পদ-এর জন্য দিল্লী থেকে আসা UGC team-র কাছে কিভাবে সুপারিশ করে post গুলি আদায় করেছিলেন সেদিন ওদের উদ্দেশ্যে দেওয়া নৈশভোজে এ না থাকলে জানতে পারতাম না। পরেপরেই যোগ দিলেন বিপ্র লোহ চৌধুরী। খুব তাড়াতাড়ি শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাও হয়ে গেলেন। সঞ্জিতদার পরে অধ্যাপক রজতকান্ত রায় উপাচার্য হয়ে এলেন। একই চিত্র। তাঁরও বাঁকানজরে পড়ল আমাদের বিভাগ। সেই সময় নতুন ভবনে তৈরীর জন্য তৎকালীন বোলপুরের সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এককোটি টাকা অনুমোদন করতে পারলেও তা কাজে লাগানো গেলনা উপাচার্যের সবুজ সংকেতের অভাবে। পরবর্তীতে সেই অধ্যাপক রায়ই সাংবাদিকতা বিভাগের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে High Level Committee-র কাছে। তাঁর আমলেই আমরা পেলাম আরও post এবং নানান সুযোগ সুবিধা। এর কিছুদিন পরই Assistant Professor Post-এ পেলাম সংহিতা চ্যাটার্জীকে। মৌসুমী তো ছিলই, বিপ্রব দা, সংহিতা - আমরা সবাই কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে উঠলাম Team CJMC।

Department-এর বাইরেও ছাত্রছাত্রীদের পাশে সবসময় থাকার মানসিকতা আমাদের সকলকে একসুরে বেঁধে দিল। হয়ত তাই স্নাতকোত্তর পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের শাসন করার ক্ষেত্রে কখনো ভাবতে হয়নি মাত্রার কথা। ছাত্রছাত্রীরাও আজ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করার কথা ভাবতেও পারেনি; আশা করি আগামী দিনেও পারবে না, অন্তত যতদিন আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা শুধু classroom-এ আবদ্ধ থাকবে না। স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারি যে খুব ভালো ছাত্রছাত্রী থাকার কারণেই অনেক বাড়বাপটা সামলেও এই জায়গায় এসে পৌঁছতে পেরেছি আমরা। সারা দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আজ সম্মানের সঙ্গে কাছ করছে; শুধু তাই নয় department-এর junior-দের সুযোগ করে দেওয়ার মানসিকতাও রয়েছে তাদের।

আমি প্রত্যেক ব্যাচেই ছাত্রছাত্রীদের বলি শান্তিনিকেতনকে ভালো করে চিনতে-জানতে। কারণ ভবিষ্যতে কোনো সংবাদমাধ্যমে কাজ করতে গেলে শান্তিনিকেতনের কোনো বিশেষ ঘটনার report করতে এদেরই ডাকবেন senior-রা। কয়েকবছর আগে সঙ্গীতভবনের এক ছাত্রীকে ছাত্রীবাসের মধ্যেই গুলি করে খুন করার ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় এক ছাত্রীর ফোন পেলাম, তার নাম দীপালিতা। ফোন করে বলেছিল, "স্যার, আপনি বললেন তখন বুঝিনি। আমি এখন ব্যাঙ্গালোরে Hindustan

Times-র City Editor। শান্তিনিকেতনের copy-টা আমায় করতে বলেছে। আচ্ছা "আনন্দসদনটা কোথায়?" এই স্মৃতিটা আমার কাছে খুব উল্লেখযোগ্য।

একবার আমাদের department এর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় দারুণ ফল করল। বিদ্যাভবনের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার পেলে আমাদেরই এক ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী তার স্কলারশিপ পাওয়ার কথা তাকে আমরা জানিয়েও দিয়েছিলাম। কিন্তু বহু তর্কির করেও তার স্কলারশিপ চালু করাতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাছে বুঝিয়েও বোঝাতে পারিনি আমরা আর self-financing নই, University-র আর পাঁচটা department-এর মতই এটাও একটা department যেখানে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণাও করা হয়; নামটা শুধুমাত্র সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞান কেন্দ্র। সুনীল সরকার কর্মসিবি থাকাবর্তী কর্মসমিতির বৈঠকেও এটা উল্লেখ করেছিলেন। ওই ছাত্রীটির স্কলারশিপ করে দিতে না পারাটা আমার কাছে খারাপ স্মৃতি। এখন অবশ্য এ নিয়ে আর কোনো সমস্যা নেই। এছাড়া অতি সম্প্রতি দীর্ঘ পনের বছরে সম্পর্কের গাটছড়া ভেঙ্গে গেল IGC-র সঙ্গে। গত বছর আমাদের বিভাগ স্থানান্তরিত হওয়ায় কিছুটা হলেও একটা খারাপ লাগা তৈরী হয়েছে।



**সৌগত সামন্ত**  
গ্রন্থাগারিক, সিজেএমসি

২০১২ সালের ৭ জুলাই বিশ্বভারতীর কর্মমণ্ডলীর সাধারণ সভায় সম্পাদক হিসাবে আমি ও অধ্যাপিকা অরুণা মুখোপাধ্যায় মনোনীত হই; সাংস্কৃতিক শাখার সম্পাদিকা হিসাবে মনোনীত হন ডঃ মৌসুমী ভট্টাচার্য ও ডঃ মৌসুমী রায়। ৯ বা ১০ জুলাই-তে প্রথম পা দেওয়া CJMC-তে, তখন তা ছিল IGC-তে। সারা বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আলোচনা করার জন্য CJMC-তে যাতায়াত শুরু হল।

প্রথম দিকে সপ্তাহান্তে একদিন বা দুদিন বসতাম যা কিছুদিন পর প্রতিদিনে পরিণত হল। পরিচয় হতে থাকল ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। ধীরে ধীরে নিজের অজান্তেই এই department-এর একজন সদস্য হয়ে গেলাম; যুক্ত হয়ে পড়লাম এখানকার সব রকম অনুষ্ঠানের সাথে।

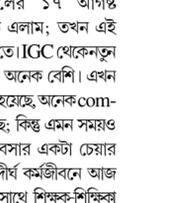
২০১৫-এর মার্চ মাসে আমি স্থায়ী ভাবে এই department-এর যে ছোট্ট লাইব্রেরী তার দেখভাল করার দায়িত্ব পেলাম। কতখানি দেখভাল করতে পারছি জানি না; কিন্তু এখানকার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি বলে আশা রাখি।

Interviews taken by :  
**Anirudha Dutta, Debasrita Chakraborty, Debayan Bhadury, Lokesh Chakma.**



**মহাদেব মণ্ডল**  
কর্মী, সিজেএমসি

২০০০ সালের ১৭ আগস্ট CJMC-তে এলাম; তখন এই বিভাগ IGC-তে IGC থেকে নতুন ভাবে জন্মলাভ করেছিল। এখন media lab হয়েছে, অনেক computer এসেছে; কিন্তু এখন সময়ও গেছে যখন বসার একটা চেয়ার ছিল না। এই দীর্ঘ কর্মজীবনে আজ পর্যন্ত আমার সাথে শিক্ষক-শিক্ষিক বা ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি - এটা আমার কাছে খুব বড় প্রাপ্তি। আমি কর্মজীবন CJMC-তেই শেষ করতে চাই। বরুণ এই ঠগ-বকা, নিত্যদিনের করজবর্জি আমার দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভবিষ্যতে আরো উন্নতি করে এবং জীবনে সফল হতে পারে তাই চাই।



**হিরণ্য ব্যানার্জী**  
কর্মী, সিজেএমসি

আমার প্রায় তিন বছর র কর্মজীবনে CJMC আমার নিজের জায়গা হয়ে উঠেছে। এখানকার সবই খুব আপনজন; বিশেষতঃ আমাদের বিভাগীয় প্রধানের অধীনে কাজ করে আমি খুশি। এতদিন পর একটি reunion হচ্ছে শুনে খুব ভালো লাগছে।

আমি এই বিভাগে এক বছর হল এসেছি। মহাদেব কাকু ও হিরণ্য দা আমায় খুব দ্রুত আপনায় করে নিয়েছে। এছাড়া বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেও ভালো ব্যবহার পেয়েছি। Reunion নিয়ে আমিও খুব excited।



**সুদীপ মণ্ডল**  
কর্মী, সিজেএমসি

# Our Collaborations



**Debasish Mazumdar**  
Head, Finance & Accounts,  
FES-India Chapter

Our Association with CJMC started way back in the year 2008 with our first program on "Community Radio". I must say FES as an organisation was privileged to be associated with Visva-Bharati and me personally was overwhelmed on being associated with this esteemed university and also to be in the land of Tagore.

Since then it has been a long journey with CJMC where FES has been cooperating on several issues starting from Community Radio

to the Social Media of today. It was a amazing experience to say the least, especially due to the involvement and commitment of students and most importantly of Dr. Mausumi Bhattacharyya (who of course was not a PhD. then). Her passion and commitment is truly commendable. Her bonding with the students, HOD's, the Vice-Chancellor and other faculty is something which I really envy.

As far as the work of CJMC is concerned the networking with the village folks, the tribals, the unions takes the FES programs to new heights and fulfil our mission of

peace, social justice and democracy. Here I would also like to mention Chandranath da who is the silent worker and makes the machinery of CJMC run like an well oiled machine. I know how challenging it is to run a centre like CJMC with several obstacles but really appreciate the enormous effort put in by all of you. It take a huge effort in organising such programs and without the wonderful support of the students under the able guidance of teachers like Mausumi, Sanhita, Chandranathda it would not have been possible.

I look forward to seeing what comes in the future and hope I'm around in this life long enough to connect with even a small portion of what's already on offer. In the end I would reiterate that FES is really honoured to have an association with Visva-Bharati and CJMC.



**Prof. Ananya Chakraborti**  
Vice President,  
International Board,  
IAWRT

The first time IAWRT had a joint programme with CJMC was in October 2011. With the co-

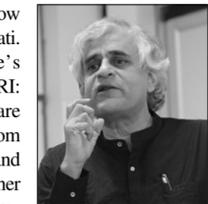
operation of the members of the International board, Gerd Inger Polden and Olya Booyar, Prof Ananya Chakraborti, faculty, St Xavier's college, and member of IAWRT India pleasant one. It is a department full of enthusiastic faculty and students. It is also remarkable how much they have done with so little infrastructure.



operation of the members of the International board, Gerd Inger Polden and Olya Booyar, Prof Ananya Chakraborti, faculty, St Xavier's college, and member of IAWRT India pleasant one. It is a department full of enthusiastic faculty and students. It is also remarkable how much they have done with so little infrastructure.

Three years ago, we did not know of the CJMC in Visva-Bharati. Today, we in the People's Archive of Rural India (PARI: www.ruralindiaonline.org) are set to carry more content from them, particularly in films and photographs, than from any other journalism school in the country - and we are working with several. I would also say, without hesitation, that the films made by students at the CJMC are of a very high quality, far beyond what one could reasonably expect of university students. PARI is proud to be officially associated with the CJMC students and faculty.

I think it is also important to understand that their achievement is not confined to technical excellence. In fact, what stands out is their choice of subjects, and the social sensitivity and sensibility with which they have approached these. From tribal museums set up and run by Adivasis themselves, to the lives of Bhorupis (those mired in the occupation of ritual begging of alms). From the traditional culinary genius of an everyday woman in rural Bengal to lovely films on highly-skilled but impoverished weavers. From an extraordinary individual running a one-man motorcycle ambulance in the hills to a no less unusual fish vendor in



**P. Sainath**  
Founder-Editor, PARI

CJMC and the upcoming first-ever reunion of its students across all those years. We at PARI send all of them our greetings on that occasion.

As a journalist who has covered these subjects in the Indian countryside for 35 years, I'm deeply impressed by these young students of Visva-Bharati. As a journalism teacher who has taught at schools and universities in India and overseas, I should also say I have never come across a school anywhere in the world where the students have built their own TV and recording studio. This is an unrivalled achievement and I speak about this often in other journalism schools. I think it would be wrong not to mention that the students are not only wonderful - they also appear to be inspired by a faculty and a dynamic HOD who gets the very best out of them. In associating with them, we at PARI think we've struck a gold mine of talent, diligence and achievement.

Bolpur who doubles up as a mobile musician who sings and plays the dhol and cymbals while cycling around town.

We have scheduled these films and other work from the CJMC for release on PARI from June-July onwards. It is so good to know that our schedule unfolds with or shortly after the completion of 15 years of the CJMC and the upcoming first-ever reunion of its students across all those years. We at PARI send all of them our greetings on that occasion. As a journalist who has covered these subjects in the Indian countryside for 35 years, I'm deeply impressed by these young students of Visva-Bharati. As a journalism teacher who has taught at schools and universities in India and overseas, I should also say I have never come across a school anywhere in the world where the students have built their own TV and recording studio. This is an unrivalled achievement and I speak about this often in other journalism schools. I think it would be wrong not to mention that the students are not only wonderful - they also appear to be inspired by a faculty and a dynamic HOD who gets the very best out of them. In associating with them, we at PARI think we've struck a gold mine of talent, diligence and achievement.



# CJMC Alumni

## FLASHBACK

I keep staring at the laptop. A word file stares back, mocking me for failing to come up with a fitting intro. After all, I take pride in calling myself an ex-journalist and an ex-student of Journalism and Mass Communication, don't I? Today, however, I am at a loss of words. How on earth do I talk about my 'two exes'? Where do I begin? I am at my tumultuous best for my experiences with them have been life changing, replete with bitter sweet memories. Gathering courage, I try assembling my thoughts even as my 40 something mind embarks on a journey with a twenty something me, walking down the corridors of the brand new Centre For Journalism and Mass Communication for the very first time.

## O HAPPY DAYS!

We were the first of the pack at CJMC. Expectations ran high from the handful of us. We were to soar high in the mass media sky and be a beacon of hope for the future generations. And boy, did we soar! New teachers, new department, the Who's Who of visiting lecturers, life was on a roll. Thanks to Mausumi Bhattacharyya, Chandranath Banerjee, Satya Sai, Snehasis Sur, Sunit Chakraborty and Biswajit Matilal college became 'COOL'.

Then we got our first kick from a drug like no other. Our very own CJMC chronicle. Right from deciding on the copies to be published, to the pictures to go with it, from headlines, intros, interviews, reviews to the editor's note - we would be the minds behind this matter. Drunk with self-importance, we got down to business. Brainstorming sessions, healthy competition over the most apt



Roshni Mukherjee (Batch of 2000 - 01)

headline, subbing each others' copies, getting them re-subbed by our teachers, proofreading with an eye for each and every punctuation marks, spell checking, over endless cups of tea, tidbits and treats, our journalistic skills found a vent. Such was our enthusiasm that we tried to smell out the news in even the mundane. We were flooded with ideas.

It was difficult to frame a copy at first, find out the news point and elaborate it, but our teachers taught us to smooth out the rough edges and give shape to the product. It was a pain to keep to the desired word count, but that was our practical in editing.

By the time our copies went to press, we were addicted to the entire process. Gushing over our bylines, and page layout, we began another round of proof reading after the first print came in hand. When the final product reached us, our achievement gave us a heady feel.

## NEWS MAKERS

From freshers, we matured to seniors. All this while our teachers stood rock solid, opening up avenues, coaxing us to go for interviews at media houses and reprimanding us on losing confidence. Thanks to their efforts, we forayed into print and television. While some of us got through as a trainee in television media, I hold dear my stint at The Asian Age, The Statesman and The Times of India. From a fledgling reporter, I gradually became a copy editor and correspondent.

## PRESENT CONTINUOUS

Marriage and two kids later, I am on a short break. But there never goes a day when I don't thank my mother for pushing me to join CJMC and Mausumi Bhattacharyya for helping me find my true calling.

"Dreams are real as long as they last and that, what We call reality may be a long and restless dream..."

THOMAS HENRY HUXLEY

As a youth, the tussle between dream and reality is not surprising. This tussle has made few people philosopher and some dreamer. But in my case it was a bit different. I was a dreamer, a chaser, a student but yes I was a NON-BENGALI too. My very first visit to Santiniketan for entrance examination was just an option, pursuing my studies there was my choice and being an ex-student of that is my pride. When I stepped in Santiniketan in 2003 with my father, it was like an unknown kingdom with all unknown faces and a different language which somehow sounded like my language ODIA. A fish thali and few sondesh, welcomed me. Felt terrible being a hater of fish and sweets. Being ranked 8th position in entrance test was very very encouraging for me. But in between all these there was something which was continuously attracting me towards this place. And that was the charm, tradition and the glory of that soil. It was not magic when I said yes and join CJMC. After that it was a life changing experience for me. Starting from understanding BANGLA to adjusting myself in a new atmosphere was tough job. Sometimes did just the opposite what I was really supposed to do. But thanks to my friends who made me very comfortable there. Just after few days found a NEW HOME AWAY



Sudhashree Dash (Batch of 2003 - 05)

FROM HOME. Started to understand the sweet language and enjoyed eating fish. *Misti dohi* became my favorite. Inside my class it was much more familiar. Thanks to my teachers who took many efforts to make me understand the discourse. Couldn't know how I got absorbed to it. I was the ODIA GIRL of my class. I still remember when Manas Roy Sir after teaching in Bangla again taught the same thing in English (looking at my face). We had our ever charming ma'am who was more of a friend to us. Starting from personal to academic, in every situation she was our saviour. Though, walking more than 1 km just for lunch was hectic for us, still the shadow of the banyan tree never disappointed us. As time passed I cherished my love affair with CJMC. Tough we had not much reference book and much of the internet facility, still didn't feel that it was that required for us. A dedication to do well, a dream to be something and blessings of our teacher did it all for us. Now I can talk bangla fluently. AMAR MONE HAYE I WAS BORN TO BE IN CJMC. Being the topper of our batch I always carry the pride but I am more proud that I am a CJMCian. My days in CJMC not only has changed my life but shaped my dreams. I got what I had desired. It was my journey and I got my destination. I am being very emotional while writing this but happy that at this stage of life I am realizing what I have earned. Thanks CJMC.

# RETOUR



Sourabh Chakraborty President, Reunion Committee

At Last the much waited Reunion is happening!

Planning the Reunion was a challenging and daunting task for all of us, specially the student of CJMC because communicating with ex-students, classmates and preparing for the big day was not an easy task and I being the president of the Reunion committee found all my juniors are extremely enthusiastic helping. I would like to thank and appreciate all our teachers and non teaching staff of CJMC for their constant support and guidance. As I firmly believe that the best way to correspond with the classmates, junior and senior is through a Reunion and therefore I believe this Reunion "RETOUR 2016" would make way for future Reunion for our CJMC.



Sagarika Basu Event Chair

My two years at CJMC has been a roller coaster ride. Here I got the opportunity to explore and learn many new things. With every passing day I have experienced new challenges. CJMC is my family. Faculties are like friends, philosophers and guides. Professors have been our constant source of encouragement. I hope CJMC will cross every hurdle in the upcoming days. My best wishes are always with my CJMC family.



Sravani Saha Cultural Co-ordinator

My experience with CJMC has been life altering. I don't remember the last time when I was sitting idle. It has been a hell lot of work but I thoroughly enjoyed every bit of it. With the guidance of the excellent faculty I have gained a bag full of experiences which I will take back home with me.

CJMC has always valued quality over quantity. My heartfelt wishes for my CJMC family.



Kunal Kanti Bha (শিক্ষাবর্ষ ২০০৮-১০)

আমার দুবছরের CJMC জীবনের শুরু হয়েছিল অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে। আমাদের যেদিন Admission Test-এর result বেরোল সেদিনটা এখনো মনে পরে ভীষণভাবে। প্রথমে এক দাদা list দেখে আমায় ফোনে জানালো যে আমার নাম নাকি পাঁচ নম্বরে আছে। স্বাভাবিকভাবেই খুব আনন্দ ও গর্ব হয়েছিল যে আমি বিশ্বভারতীর মত প্রতিষ্ঠানের

সাথে যুক্ত হতে চলেছি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই দাদাই ফোন করে জানালো যে আমার নাম নাকি waiting list-এর পাঁচ নম্বরে এসেছে। মুগ্ধতার মধ্যে ভালোলাগাটা বিষন্নতায় ভরে গেল। গর্বের অস্বস্তি আচ্ছন্ন হল আশঙ্কার কালো মেঘে। যাইহোক শেষ পর্যন্ত third counselling-এ আমি ভর্তি হতে পেরেছিলাম যে কারণে আজকে লেখার সুযোগ পাচ্ছি।

শান্তিনিকেতন আমার জন্য ছিল এক সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা জায়গা, তার সাথে জীবনে প্রথমবার বাড়ীর বাইরে থাকা— সবমিলে উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে উঠে পড়লাম ট্রেনে সঙ্গে একটা সাইকেল আর প্রচুর লাগেজ। লজ মোড়ের কাছে এক স্বল্প পরিচিত দাদার বাড়ীতে উঠে সারাদিন ধরে ঘর খোঁজা এবং

পরিশেষে অতি কষ্টে একটা রুম পাওয়ার স্মৃতি কোনোদিন অমলিন হবে না।

CJMC-তে প্রথম দিন ক্লাসের কথা এই অবসরে খুব মনে পড়ছে। তখন আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক মানস রায়। উনিই আমাদের স্বাগত ভাষণ দেন এবং অন্যান্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই প্রথম বিপ্লব স্যার, মৌসুমী মায়াম, চন্দ্রনাথ স্যারের সাথে পরিচয় হল। সেই প্রথম দিনের পরিচয়টা কীভাবে দু'বছরের মধ্যে গভীর সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়ে গেল তাবলে আশ্চর্য লাগে।

CJMC লাইফ-এ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল আমাদের workshop গুলো। সিনিয়র-জুনিয়র মিলে কাঁধে-কাঁধে দিয়ে রাত জেগে কাজ করা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, Community Workshop দিয়ে

আমাদের এই যাত্রার শুরু হয়েছিল। তার পর অনেক workshop করেছি। সত্যি কথা বলতে আমাদের সময় থেকেই department-এ টিকটাক করে workshop শুরু হয়েছিল।

একটা ছোট খারাপ লাগার অভিজ্ঞতাও বলা উচিত। অনেক চেষ্টা করেও আমরা দু'বছরে কোথাও excursion এ যেতে পারিনি। যদিও সেই দুঃখটা মিটিয়ে নিয়েছিলাম অনেক অনেক picnic করে। একবার রাত দুপুরে unplanned picnic করতে যাওয়ার কথা খুব মনে পড়ে। সৃষ্টি এসে গেছিল, সঙ্গে ছাড়া ছিল না— তাই হাড়ি-কড়াই মাথায় দিয়ে গিয়েছিলাম সবাই মিলে। একরম অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি আছে। সবমিলিয়ে CJMC জীবন অনন্য। প্রথম পর্যয়ে এটুকুই থাক, পরবর্তীতে বাকিটা।



Mritika Dey (Batch of 2013 - 15)

A perception from my childhood about Santiniketan was that it has always attracted people and have connected to their souls. I am one of them who had always dreamt about being connected. Visva-Bharati made my dreams come true and my prolonged stay in

the hostel there made my life even more interesting. Centre for Journalism and Mass Communication was my source of inspiration at Santiniketan to enhance my academics and personality as well.

CJMC has been a turning point in my academics as it had given me faculties beyond my expectations. The fascinating classes used to keep me from the pain of staying away from my family and managing my own self. My persona has transformed and truly it was a sensational journey at CJMC where my abilities and confidence has reached

its highest. Great was the exposure provided by my department and it has helped all the way from my first day to the last day I've been to Visva-Bharati.

I was more than glad to participate on the International Conferences and Workshops where I got to show my knowledge and skills. All the activities at CJMC has incredibly helped me learn and empower my knowledge towards good. I believe one should learn to endure and control oneself when in pressure and the tedious routines of the University, though mostly cursed by students, turns out to be a

learning for the future and to sustain every difficult situation we encounter.

All the esteemed faculties are extremely good and are idols for many. Dr. Mausumi Bhattacharyya is a phenomenal professor and a mentor, she had guided me throughout my tenure and she still keeps on encouraging me. Ms. Sanhita Chatterjee and Prof. (Dr.) Biplab Loho Chowdhury are extremely good at transforming a student's ordinary life into a special one. Last but not the least Sougata Samanta and the awesome CJMCians were the added ingredients from Visva-Bharati.

# Guest Faculties



Snehasis Sur Guest Faculty, Doordarshan

My association with CJMC of Visva-Bharati dates back almost to its inception or I can say much before that. One of our fellow journalists posted at Bardhaman at that time wanted me to prepare a concept note for opening a Journalism Department at Visva-Bharati, which was to be handed over to the then Vice-Chancellor. I did it with my professional as well as academic experience. However, I did not know what happened

initially but heard that the university decided to start a course of Journalism. After some months I got an opportunity to go there to take a couple of classes. The present head Dr. Mausumi Bhattacharya coordinated with me.

I still remember the very first day of my class at the Indira Gandhi Centre for National Integration Building. After all it was Visva-Bharati at Santiniketan. Though I was teaching as a Guest faculty in Kolkata, Jadavpur and Bardhaman Universities by that time, I was highly thrilled to have got an opportunity to be associated with Gurudev's Visva-Bharati. I still remember how the evening rain added to my enjoyable experience.

I have been going there

almost every year and have seen how the Centre and the Department grew step by step. Once what started with a modest approach became a full fledged Department of Mass Communication with almost all the facilities required to train a communicator in any field of communication. I have gone there in connection with many seminars and workshops also. I must appreciate the seriousness of the students and their involvement and participation in organising the seminars. The sense of belonging which I found among the students was really a matter of pride for the institution and calls for appreciation. Among other things I also loved taking classes under a tree in the open field, which is very

traditional there in Santiniketan.

Let me also express that It gives me immense happiness when I meet former students of this department, whom I might have taught in a couple of classes, in their acclaimed positions either in profession or in academics. This is the greatest satisfaction a teacher gets in his life.

Whatever I write on my association with CJMC, VB, it can not go without mentioning of three of the very bright former students of the department who are no more, Sandipta Chatterjee, Anamika Dutta and Debi Choudhury. Their memories will always be with all of us.

I wish the CJMC family much more success in the days to come.



Sunit Chakraborty Guest Faculty, AIR

Communication in the University, we started the ground work along with the Deputy Registrar Mr. Mukherjee and some other including Mr. Chandranath Bannerjee and Satya Sain, two local popular journalists. There were some initial problems to run the show as no permanent posting of any teacher in the department was available. However, by god's grace a young lady who after completion of her M.A. course from the University of Calcutta offered her service to work as a coordinator despite the fact that the honorarium for the job was too meager. The lady who came as a saviour was no other than Madam Mausumi Bhattacharyya. Her joining in the department bought a total change which had an electrifying effort all around, sacrificing all her comfort and security, Madam Bhattacharyya took the job too seriously which bought about a total facelift of the department. Within a very

short period of time we decided that the diploma course should be changed in a full fledged P.G degree course side by side an offer was made to the passed out diploma students of the first batch to join in the Bridge course for a year and thus, to complete their M.A course.

Since then there was no looking back. CJMC gradually established itself and curved its own position in the academics circle of the university simultaneously. It could spread its name in other parts of the state and beyond. Students started coming in from many other states and countries to join in this department. There were students from china and other countries too. Meanwhile the post of some permanent academicians have also been sanctioned over the years and today the Centre has gained its strength and ability to present it as one of the vibrant academic activity of Visva-Bharati. I must give credit to this success to the authorities of Visva-Bharati, the teaching attached to the Centre particularly to the tireless work of madam Mausumi Bhattacharyya who, throughout these years put her best of abilities and involvement to make the Centre up glowing. I must also give credit to Chandranath Banerjee and Mahadev babu who remained as a pole star since the inception of this Centre. Lastly, it is my hope and pray that the CJMC, Visva-Bharati will continue to maintain its magical success in the coming years too.

## শান্তিনিকেতন প্রেস ও সিজিএমসি

অভিজিৎ সেনগুপ্ত  
ম্যানেজার  
প্রথম ক্রনিকল বেরিয়েছিল ২০০০ সালের ২৩ ডিসেম্বর। তার পর দেখতে দেখতে ১৫ বছর কেটে গেছে। মাঝের এই বছরগুলিতে বছরে দুটো করে কাগজ বেরিয়েছেই; কোনো কোনো বছরে বিশেষ সংখ্যাও বেরিয়েছে যেমন এবার reunion উ পলক্ষে হচ্ছে। এত দীর্ঘদিনের কাজ করার অভিজ্ঞতায় এটুকু বলতে পারি যে Journalism

Department-এর সঙ্গে কাজ করার মধ্যে যে আনন্দ পেয়েছি তা দুর্লভ। তাপ-উত্তাপ সকল সম্পর্কেই থাকে; আমাদের মধ্যেও কখনো তৈরী হয়নি একথা বলব না, তবে দিনের শেষে আমরা প্রত্যেকবারই সফলভাবে Chronicle বের করতে পেরেছি। সামগ্রিক ভাবে CJMC-র পনেরো বছরের এই সফল যাত্রা এবং আয়োজিত হতে চলা প্রথম reunion-র জন্য আমার তরফ থেকে রইল একরাশ শুভেচ্ছা এবং সাফল্য কামনা।

সুজয় লাহিড়ী  
কর্মী, পরীক্ষা বিভাগ  
VBC-এর সাথে প্রায় দশ বছর কাজ করেছি। স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতির ভার প্রচুর। প্রথম Chronicle-এর layout করেছিলাম মৌসুমীদির সাথে মিলে। মৌসুমীদিই প্রথম Chronicle বের করতে উদ্যোগী হয়েছিল। আজকে দাঁড়িয়ে সেই রাতে পর রাত জেগে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কাজ করা, একসাথে খাওয়া-দাওয়া খুব মনে পড়ে। একটা মজার ঘটনা কোনোদিন ভুলব না যে প্রথম Chronicle-এর first copy-টা আমায় বিক্রি করা হয়েছিল। এছাড়া History Congress-এর সময় পরপর চারদিন কাগজ বের করা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। CJMC-র সঙ্গে একটা চিরন্তন বন্ধন থেকেই প্রথম reunion এবং এই special broad sheet-এর উদ্দেশ্যে রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

উত্তম দাস  
সিনিয়র কম্পোজিটর  
VBC-র সাথে কাজ করেছি প্রায় পাঁচ বছর। একথা অবশ্যই বলব যে CJMC-র ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত আনন্দের। তাদের সঙ্গে কাজ করে আমিও অনেক কিছু শিখেছি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য মৌসুমীদির ব্যবহার এবং আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা। অস্বীকার করব না যে, মাঝে মাঝে কাজ করার পরিবেশে নিজেকে CJMC-র একজন ভেবে ফেলতেও অসুবিধা হয়নি। আজকের reunion-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমি কিন্তু যুক্ত আছি বলেই মনে করছি।

সুমন্ত কর্মকার  
জুনিয়র কম্পোজিটর  
২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতন প্রেস-এ যোগ দিয়েছিলাম। ঠিক দু'মাসের মাথায় Chronicle-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। সুজয়দার সহকর্মী হিসাবে যে কাজ শুরু করেছিলাম সেই Chronicle-এর দায়িত্ব আজ একই সামলাই। অসংখ্য স্মৃতি-কিছু ভালো লাগা, কিছু খারাপ। অনেক রাত জেগে কাজ করা। এই বিবৃতি লিখছিও একরাতটানা কাজ করার পর। স্বাভাবিকভাবেই একটা কথা বলব যে CJMC-র মানুষদের সাথে আমার সম্পর্ক 'কর্মী-ছাত্র' নয় তার আমার CJMC-র বন্ধু। সেই বন্ধুদের প্রথম পুনর্মিলনের প্রাঙ্গণে আমার তরফ থেকে রইল অনেক শুভেচ্ছা।

<b>Editorial Advisors</b> Prof. (Dr.) Biplab Loho Chowdhury Dr. Mausumi Bhattacharyya Ms. Sanhita Chatterjee
<b>Editorial Board</b> Anirudha Dutta Debasrita Chakraborty Debayan Bhadury Lokesh Chakma
<b>Editorial Assistant</b> Madhumanti Sengupta
<b>Compositor</b> Sumanta Karmakar